২৪

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 18 AUG 1988
পৃষ্ঠা 7 কলাম ৫

আগামী বছর ৪ঠা মার্চ এসএসসি পরীক্ষা, ৬ই মে এইচএসসি

।। কাশেম হুমায়ুন ।।

আগামী বছরের ৪ঠা মার্চ এসএসসি এবং ৬ই মে এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হবে।

পরীক্ষা শুরুর তিন সপ্তাহের মধ্যে এসএসসি পরীক্ষা শেষ হবে। এক মাসের মধ্যে শেষ হবে এইচএসসি পরীক্ষা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য দেশের ৫টি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলে উচ্চপর্যায়ের একটি সূত্রে জানা গেছে।

আগামী বছর থেকে দেশের ৫টি শিক্ষা বোর্ডে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের পরিবর্তে প্রতিটি বোর্ডে আলাদা আলাদা প্রশ্নের মাধ্যমে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার পদ্ধতি চালু করা হচ্ছে।

চলতি সপ্তাহে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের কলেজে

পরীক্ষা ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৭

পরীক্ষা ঃ ৪ঠা মার্চ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ভর্তির নীতিমালা সংশোধন করবে। গত কয়েক বছর ধরে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে বিভিন্ন কলেজে ভর্তি করা হচ্ছে। এই পদ্ধতির পরিবর্তন করে লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের কলেজে ভর্তির নিয়ম চালু করার সম্ভাবনা রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রাপ্ত নম্বরকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রটি জানানঃ দেশের ৫টি শিক্ষা বোর্ডে গত ৩ বছর ধরে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে আগামী বছর থেকে আলাদা আলাদাভাবে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে ৫টি শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নেয়া হবে। প্রশ্নপত্র তৈরির জন্য অভিজ্ঞ শিক্ষকদের নিয়ে একটি প্যানেল থাকবে। এই প্যানেলের অভিজ্ঞ শিক্ষকরা প্রতিটি বিষয়ে একাধিক প্রশ্ন তৈরি করে আলাদা আলাদা বাক্সে ফেলবেন। একটি বাক্সে একটি বিষয়ে একাধিক প্রশ্ন জমা থাকবে। এ থেকে লটারির মাধ্যমে প্রশ্ন তুলে তা কড়া নিরাপত্তার মধ্যে গোপনে রাখা হবে। কোন্ বোর্ডে কোন্ প্রশ্নে পরীক্ষা নেয়া হবে পরীক্ষার কয়েকদিন আগে সে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে এবং প্রশ্নপত্র জেলা প্রশাসকদের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হবে।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক পদস্থ কর্মকর্তা জানান, সব শিক্ষা বোর্ডের 'স্ট্যান্ডার্ড' ঠিক রেখেই প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হবে। প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে এই পদ্ধতি চালু করা হচ্ছে।

নকল রোধে ব্যবস্থা

পরীক্ষা নকল রোধে শিক্ষা মন্ত্রণালয় জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে কয়েকটি পদক্ষেপ নিচ্ছে। শিক্ষকদের শিক্ষার কাজে উৎসাহ প্রদান এবং খারাপ ছাত্র-ছাত্রীদের কোচিং দেয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে আহ্বান জানাবে। এছাড়া নকল রোধে স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা বৈঠকে মিলিত হবেন। বৈঠকগুলোতে নকল রোধে প্রশাসন ও স্থানীয় জনগণের সহায়তা চাওয়া হবে।